আলোঘর

আলোঘর ই পরিক্রমা

১৩তম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, জানুয়ারি ২০২০

আলোঘর জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র

আলোঘর, ছেংগাচর

ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট-দিশার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মো. সহিদ উল্লাহর উদ্যোগে 'জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ' এই প্রত্যয়ে ২০০৪ সালে মিরপুর, ঢাকার বর্ধিত পল্লবীতে আলোঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা আলোঘর-পল্লবী নামে ই/১১, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর ঢাকায় সকল শ্রেণি-পেশার-জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে সকাল ৯টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে।

ঢাকার বাইরের আলোঘর সকাল ৯টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ৬টি আলোঘরে রয়েছে ৪৯১৫ জন সদস্য, রয়েছে ৩১২৮৬টি বইয়ের বিশাল সংগ্রহশালা। পল্লবী, ঢাকার আলোঘরের পাঠকদের জন্য রয়েছে ১৭টি দৈনিক পত্রিকা, অন্যান্য আলোঘরগুলোতে ৭টি করে দৈনিক পত্রিকার, ২টি করে দৈনিক পত্রিকার আর্কাইভ আছে। বর্তমানে ৬টি আলোঘরে মোট ৫২টি দৈনিক পত্রিকা ও ১২টি পত্রিকা আর্কাইভে রাখা হয়। আছে সাইবার সেন্টার যেখানে আলোঘরের সদস্যরা প্রতিদিন ৪৫ মিনিট করে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। আলোঘরের সেবাসমূহের জন্য পাঠক/সদস্যদের কোনো মূল্য/ফি দিতে হয় না।

৬টি আলোঘরের ঠিকানা :

১. আলোঘর-পল্লবী, ই/১১, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১.৫, ঢাকা।
২. আলোঘর-বরকইট, বরকইট বাজার, চান্দিনা, কুমিল্লা।
৩. আলোঘর-চান্দিনা, আনোয়ারা প্লাজা (৩য় তলা), থানা রোড, চান্দিনা, কুমিল্লা ।
৪. আলোঘর-ছেংগারচর, সরজা প্লাজা, সি. আই. ডি ভবন (২য় তলা), পৌরসভা রোড, মতলব উ., চাঁদপুর।
৫. আলোঘর-সোনারগাঁ, হাজী কামাল ভূঁইয়া প্লাজা (২য় তলা), পৌরসভা অফিসসংলগ্ন, নোয়াইল আমিনপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।
৬. আলোঘর-দোল্লাই নবাবপুর, আলহাজ্ব ইসমাইল মুন্সি মার্কেট (৩য় তলা), দোল্লাই নবাবপুর বাজার, চান্দিনা, কুমিল্লা।

আলোর আসর : 'আলোর আসর' একটি কমিউনিটিভিত্তিক, বিষয়নির্ভর আলোচনাসভা যা প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত আলোঘরসমূহে অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য সমাজের জনগোষ্ঠীকে সমসাময়িক বিষয়ের সাথে সংস্পৃক্ত ও সচেতন করা। প্রতি শুক্রবার একজন প্রাক-নির্বাচিত বক্তা একটি নির্বাচিত সমসাময়িক, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, উপস্থিত সদস্য/পাঠকগণ উপস্থাপিত 'প্রবন্ধ' বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতভাবে প্রবন্ধটিকে সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হয়। প্রতিবছর অনুষ্ঠিত আলোর আসরের প্রবন্ধসমূহ বই আকারে আলোঘর প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণি/পেশার আগ্রহীগণ (সরকারি চাকরিজীবী, ব্যাংক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, গবেষক, সমাজকর্মী, শিক্ষার্থী এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা) আলোর আসরে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও অংশগ্রহণ করেন।

আলোঘর সবুজদল : আলোঘরকেন্দ্রিক গ্রামগুলোতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে তাদের শিক্ষা ও সৃজনশীল জ্ঞান বিকাশে সবুজ দল গঠন করা হয়। ৬টি আলোঘরে সবুজদল ২৪০টি এর মধ্যে ছেলেদের দল ১২০টি, মেয়েদের দল ১২০টি ছেলের দল সদস্য-৩৬০২ জন, মেয়ের দল

সদস্য- ৩৫৯৮ জনসহ সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৭২০০ জন। সবুজ দলে যে সকল কার্যক্রম হয় তা হলো-মাসিক আলোচনা সভা যেমন : বাল্য বিবাহের কুফল, মাদকাশক্তি, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য ও পুষ্টি পরিবেশ, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, বাড়ির আঙিনায় কৃষি ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জাতীয় দিবস (যেমন ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং পহেলা বৈশাখ) আলোচনা, প্রবন্ধ/কবিতাপাঠ/প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে পালন/উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়াও প্রতি মাসে কিশোর আলো ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বই বিতরণ করে প্রতিটি সবুজদলে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতারোধে এবং সবুজায়ন ও পরিবেশ রক্ষাসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আলোঘর সবুজদলের সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে আম্রপালি আমের চারা বিতরণ করা হয়।

আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি : ৬টি আলোঘর কর্তৃক প্রতিবছর মেধাবী, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে ৩৬০০ টাকা করে এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১১ সাল থেকে আলোঘর দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৩৮৮ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৪৯,৯৬,৮০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয় ।

আলোঘর নার্সারি : সবুজদলে ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আম্রপালি আমের চারা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আলোঘর নার্সারি প্রতিষ্ঠা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতারোধে সবুজায়ন ও পরিবেশ রক্ষাসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আলোঘর সবুজ দলের সদস্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোঘর নার্সারির উৎপাদিত আম্রপালি আমের চারা আলোঘর কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে আম্রপালি আমের চারা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং এই পর্যন্ত (অক্টোবর ২০১৯) মোট ৫৪২৫০টি আম্রপালি আমের চারা শিক্ষার্থীদের মাঝে ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে।

আলোঘর প্রকাশনা : বই মূল্যবান সম্পদ যা মানুষকে আলোকিত করে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা ও তাদেরকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে 'আলোকিত বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে প্রথিতযশা দেশি/বিদেশি এবং নবীন সৃজনশীল লেখকদের মানসম্মত বই প্রকাশ ও বইপ্রেমী মানুষের কাছে বই পৌঁছে দিতে আলোঘর প্রকাশনা ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোঘর প্রকাশনা নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, বিজ্ঞান, জীবনী, গবেষণা, ছোটগল্প, নীতিগল্প, গণিত, পদার্থ ইত্যাদি মোট ৪১ ধরনের ২৩৭টি বই প্রকাশ করেছে। আলোঘর প্রকাশনা প্রতিবছর অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সৃজনশীল বইমেলায়ও অংশগ্রহণ করে। এছাড়া আলোঘর প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের হাতের কাছে আলোঘর প্রকাশনার বই এবং অন্যান্য প্রকাশনার প্রকাশিত তাদের প্রিয় লেখকদের বই পৌঁছে দিতে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'আলোঘর ভ্রাম্যমাণ বইমেলা' আয়োজন করছে।

ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং : চাকরি প্রত্যাশী পাঠকদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য আলোঘর ৩ নভেম্বর ২০১৮ থেকে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। এতে সরকারি/বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং চাকরিপ্রত্যাশী পাঠকদের সাথে অংশগ্রহণমূলক এবং উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা হয়।

আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ

আলোঘর, পল্লবী

মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবস্পদ ও প্রশাসন), দিশা শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছেন প্রতিবন্ধী ছাত্রী আফসানার হাতে

ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা, দিশা শিক্ষাবৃত্তি তুলে দিচ্ছেন আইরিন সলতানা আঁখির হাতে ।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ দিশা একাডেমি, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকায়, 'আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি-২০১৯' কার্যক্রমের আওতায় আলোঘর পল্লবীতে নির্বাচিত ২৬ জন অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষর্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাবৃত্তি টাকা ও সনদ বিতরণ করা হয়। মো. হাফিজুল ইসলাম, কো-অডিনেটর, আইটি, দিশা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), দিশা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেরদৌসি মজুমদার, (অব) প্রধান শিক্ষিকা।

এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ আলোঘর পল্লবী শিক্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠানে ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা, দিশা এর সভাপতিত্বে ৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ মোট ২৬ জন অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষর্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাবৃত্তির টাকা ও সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. মোশারফ হোসেন, পরিচালক, মাইক্রোডেক্রডিট, দিশা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মো. জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়া, সিনিয়র ম্যানেজার, মাইক্রোডেক্রডিট, দিশা; আলোঘরের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আনিছুর রহমান এবং ফেরদৌসি মজুমদার, (অব) প্রধান শিক্ষিকা ও লেখিকা। এছাড়াও শিক্ষাবৃত্তি অনুদানকারী দিশার কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

উল্লেখ্য, ২০১৯ এ আলোঘর পল্লবী কার্যক্রমের আওতায় ২৭ জন প্রতিবন্ধী ছাত্রী ও ১ জন প্রতিবন্ধী ছাত্রসহ মোট ৫২ জন শিক্ষার্থীকে ১,৮৭,২০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

আলোঘর, বরকইট

শিক্ষাবৃত্তি নিচ্ছে শ্রিমন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আফরোজা সুলতানা মিতু

১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় জনাব আবুল বাসার, (৮নং বরকইট ইউনিয়নের সাবেক চেয়াম্যান) এর সভাপতিত্বে আলোঘর বরকইটে মোট ২৫ জন অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাবৃত্তি টাকা ও সনদ বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মোশারফ হোসেন, পরিচালক, মাইক্রোডেক্রেডিট, দিশা। উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন আলোঘরের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক কৃষিবিদ আনিছুর রহমান; জনাব আবুল হাসেন, (৮নং বরকইট ইউনিয়নের চেয়াম্যান); তপন চন্দ্র দেবনাথ, বরকইট উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক; কাজী মাসুদ আবদুল কাদের বরকইট উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক: আলহাজ্জ তাজুল ইসলাম, বিশিষ্ঠ শিক্ষা অনুরাগী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পিহর কোরপাই; জনাব আবুল খায়ের, শিক্ষা অনুরাগী, সমাজসেবক; জনাব মোসলেহ উদ্দিন, সভাপতি, বরকইট উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়াও শিক্ষাবৃত্তি স্পন্সরকারী ১৪ জন ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজহাতে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করেরন।

আলোঘর, সোনারগাঁ

শিক্ষাবৃত্তি তুলে দিচ্ছেন ডা. মহিউদ্দিন খোকন

সোনারগাঁ আলোঘরের উদ্যোগে বাহাউল হক টেকনিক্যাল ইনিস্টিটিইট এর প্রভাষক লয়লা আফরোজ এর সভাপতিত্বে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মোট ১০ জন অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩৬০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি ও সনদ বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. রাকিবুর রহমান খান, উপজেলা হির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁ। তিনি আলোঘরের এই সামাজিক কার্যক্রসমূহে প্রশাসনিক সহায়তা করবেন বলে জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলোঘরের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আনিছুর রহমান; সাংবাদিক গেয়াস উদ্দীন কামাল ও মাজহারুল ইসলাম, ব্যবসায়ী রোকন উদ্দিন ও আক্তারুজ্জামান এবং আয়েশা আক্তার, সহকারী শিক্ষিকা। এছাড়াও শিক্ষাবৃত্তি স্পন্সরকারী ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজহাতে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করেরন।

আলোঘর, দোল্লাইনবাবপুর

শিক্ষাবৃত্তি গ্রহন করছে দোল্লাইনবাবপুর আহসান উল্যাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হৈমন্তী রানী দাস

২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি -২০১৯ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠানে ৪ জন মেধাবী ও অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তির সনদ ও টাকা বিতরণ করেন। আলোঘরের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আনিছুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. সাহাব উদ্দিন মাস্টার, চেয়ারম্যান; বিশেষ অতিথি ছিলেন রৌশন আরা আক্তার, প্রধান শিক্ষিকা, দোলাইনবাবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; মো. মোজাহারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, দোল্লাইনবাবপুর; মো. এনামুল হক, প্রিন্সিপাল, দোল্লাইনবাবপুর আহসান উল্যাহ উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়াও শিক্ষাবৃত্তি স্পন্সরকারী ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজহাতে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করেন।

আলোঘর, চান্দিনা

শিক্ষাবৃত্তি তুলে দিচ্ছেন চান্দিনা মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মামুন পারভেজ

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ চান্দিনা আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি -২০১৯ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠানে চান্দিনা মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো. মামুন পাভেজের সভাপতিত্বে মোট ৩০ জন মেধাবী ও অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল শিক্ষার্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাবৃত্তির সনদ ও টাকা বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চান্দিনা উপজেলার চেয়ামম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধ তপন বকসী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আগাতা ফিড মিলস লিমিটেড এর চেয়ারম্যান হিমাংশু বিকাশ ভৌমিক; চান্দিনা পৌরমেয়র জনাব মো. মফিজুল ইসলাম; চান্দিনা উপজেলা উইএনও স্নেহাশীষ দাস; কো-অডিনেটর (পরিচালক), দিশা মো. ইকবাল আহসান বাবুল ও আলোঘরের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আনিছুর রহমান এবং শিক্ষাবৃত্তি স্পন্সরকারী ব্যক্তিবর্গ

আলোঘর , ছেংগারচর

শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছেন মো. বেনজির আহমেদ মুন্সী , ছেংগারচর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ আলোঘর মতলব উত্তর শাখার শিক্ষাবৃত্তি-২০১৯ বিতরণ অনুষ্ঠানে মো. বেনজির আহমেদ মুন্সী , প্রধান শিক্ষক , ছেংগারচর মডেল উচ্চ বিদ্যালয় এর সভাপতিত্বে মোট ৭ জন মেধাবী ও অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল শিক্ষার্থীর মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাবৃত্তির সনদ ও টাকা বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখে মো. রাকিবুল হাসান ব্যাবস্থাপক (আলোঘর কার্যক্রম) উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. সাইফুল ইসলাম , উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার , মতলব উত্তর চাঁদপুর। এছাড়াও শিক্ষাবৃত্তি স্পন্সরকারী ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

আলোঘর উন্নয়নে স্থানীয়দের নিয়ে মতবিনিময় সভা

আলোঘর , দোল্লাইনবাবপুর

১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রবিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় দোল্লাইনবাবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন মাস্টারসহ এলাকার শিক্ষানুরাগী ও সমাজকর্মী/ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে আলোঘর , দোল্লাইনবাবপুর শাখায় অনুষ্ঠিত হয় 'আলোঘর কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা' । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দিশা পরিচালিত আলোঘর কার্যক্রমের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আনিছুর রহমান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন , 'আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি'র যে উদ্যোগ আপনাদের সহযোগিতায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে একে স্থায়িত্বশীল করতে হলে এই কার্যক্রমে আপনাদের এবং সমাজের বিত্তবানদের অধিকতার সম্পৃক্তা ও অনুদান অতিব জরুরী। 'আলোঘর শিক্ষবৃত্তি' কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের উৎসাহিতকরণে পরিচালিত হচ্ছে যার ফলে দোল্লাই-নবাবপুর আলোঘর আবর্তিত এলাকার শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে , উপকৃত হবে এই সমাজও। তিনি উপস্থিত সকলকে এই কার্যক্রম সফল করতে অনুরোধ করেন।

চেয়ারম্যান শাহাবুদ্দিন মাস্টার বলেন আপনারা আপনাদের অনুদানে টাকা আলোঘরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দিলে এতে অন্যান্যরা উদ্বুদ্ধ হবে।

চেয়ারশ্যান শাহাবুদ্দিন মাস্টারসহ উপস্থিত সকলে ' আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি' পরিচালনার নিমিত্তে নিয়মিত অনুদান প্রদানের এবং দোল্লাইনবাবপুরের বিত্তবানদের সম্পৃকরার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দেন ।

তথ্যচিত্রে আলোঘর সমূহের মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

আলোঘর পল্লবীতে বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন দিশার উপদেষ্টা ছালীম নাজনীন বীথি

আলোঘর বরকইটে পুরস্কার নিচ্ছে সুমাইয়া আক্তার

আলোঘর সোনারগাঁয় চিত্রাঙ্কনে বিজয়ী ফাবিহা জাহান পুরস্কার নিচ্ছে ।

আলোঘর দোলাইনবাবপুরে ছবি আঁকায় ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা

আলোঘর ছেংগাচরে জাতীয় পতাকার ছবি আঁকছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

আলোঘর চান্দিনায় বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আলোঘরের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক আনিছুর রহমান

৬টি আলোঘরে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও আয়োজন করা হয় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে আলোঘরসমূহে অনুষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোরদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ, কুইজ, স্বরচিত কবিতা ও জানাঅজানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ।

আলোঘর সবুজদলের
মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

আলোঘর দোল্লাইনবাবপুর সবুজদল (ভারারুয়া ছেলের দল)

আলোঘর ছেংগারচর সবুজদল (ঘনিয়ারপাড় মেয়ের দল)

আলোঘর সোনারগাঁ সবুজদল (লাহাপাড়া মেয়ের দল)

আলোঘর চান্দিনার সবুজদল (বেলাশ্বর মধ্য মেয়ের দল)

আলোঘর বরকইট সবুজদল (বরকইট দক্ষিণপাড়া ছেলের দল)

আলোঘর পল্লবীর সবুজদল (দুয়ারীপাড়া মেয়ের দল)

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা ও সমকালীন জ্ঞান অর্জন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোঘর কার্যক্রমের আওতায় গঠিত সবুজদল প্রতিবছর মহান বিজয় দিবস পালন করে। আলোঘর ২৪০টি সবুজলের সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করা হয়, প্রবন্ধ, রচনা ও জানা-অজানা প্রতিযোগিতা এবং অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্য থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস পালন উদ্‌যাপন করা হয় ।

আলোঘর প্রকাশনা

২০২০ এ প্রকাশিত বইসমূহ

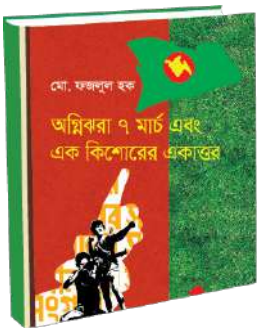

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন, প্রকৃতির নিয়মে একে একে ঝরে যাচ্ছেন তাঁরা। আজ থেকে ২০-২৫ বছর পর হয়তো মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকরীদের আর কেউ থাকবেন না। গত ৪৮ বছরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবুও দেশের সব এলাকার সব ঘটনা ছাপার অক্ষরে এসেছে বলে আমি মনে করি না। তাই আমার এলাকায় একাত্তরের নয় মাসে আমার দেখা ঘটনাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে, যাতে করে পরবর্তী প্রজন্ম একাত্তরের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, রোমহর্ষক, বিভীষিকাময় আর অনিশ্চয়তায় ভরা রক্তাক্ত দিনগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে।
মূল্য : ৩২০ টাকা

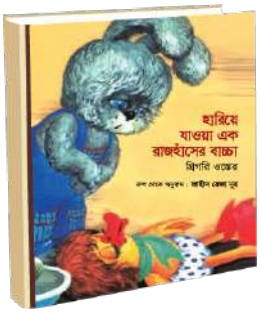

জাহীদ রেজা নূর শিশু-কিশোদের জন্য লিখতে আর অনুবাদ করতে ভালোবাসেন। 'হারিয়ে যাওয়া এক রাজহাঁসের বাচ্চা' মজার এই গল্পটি ছোট সোনামণিদের ভালো লাগবে।
মূল্য : ১০০ টাকা

ডিসেম্বর ২০১৯ আলোঘর অন্যান্য বইমেলা

বাগেরহাট বিজয়মেলায় আলোঘর প্রকাশনার স্টল পরিদর্শন করছেন মো. মামুনুর রশীদ, জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট

পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং শিশু/কিশোর/যুবকসহ সমাজের সকল শ্রেণির বইপ্রেমী মানুষের হাতের নাগালে তাদের পছন্দের/চাহিদা অনুযায়ী সৃজনশীল ও মানসম্মত বই পৌঁছে দিতে আলোঘর 'প্রতিদিন বইমেলা প্রতিজনে একটি বই' প্রতিপাদ্যে পর্যায়ক্রমে আলোঘর সারা দেশে 'আলোঘর ভ্রাম্যমাণ বইমেলা'র আয়োজন করে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে অন্যান্য মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে।
উল্লেখ্য ২০১৯ এ কুমিল্লা, সোনারগাঁ, সাতক্ষীরা, ঢাকা, খুলনা, চট্রগ্রাম, বাগেরহাট, বান্দরবান, হবিগঞ্জসহ মোট ৯টি জেলায় (এস. এম. ই, উন্নয়ন, বিজয়, ডাকস, সৃজনশীল) ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

শিক্ষার্থীদের আলোঘর পরিদর্শন

শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে আলোঘরসমূহের নিকটবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিগতভাবে আলোঘর পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা আলোঘরের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। পরিদর্শন কালে শিক্ষার্থীরা আলোঘরে সংরক্ষিত বইসমূহ এবং আলোঘরের সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়। তারা তাদের পছন্দের বইও পড়তে পারে। ডিসেম্বর ২০১৯ এর ঢাকা জেলায় রূপনগর পাইলট স্কুল এন্ড কলেজসহ ২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আলোঘর পল্লবী; কুমিল্লা জেলায় চান্দিনা উপজেলায় বরকইট উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ ২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আলোঘর বরকইট পরিদর্শন করে।

আলোঘর বরকইট পেপার পড়ছে বরকইট উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

আলোর আসর

ডিসেম্বর ২০১৯ অনুষ্ঠিত আলোর আসরসমূহ

আলোঘর পল্লবীতে 'পরিযায়ী পাখী' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মো. মিজানুর রহমান শিক্ষক, হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।

দোল্লাইনবাবপুর আলোঘরে ৪টি বিষয় : ডিশ এ্যান্টিনা, মহান বিজয় দিবস, ধূমপান বিষপান, শীতের সকাল; পল্লবী আলোঘরে ৪টি বিষয় : প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বেগম রোকেয়া: নারীসমাজের আলোকবর্তিকা, যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, পরিযায়ী পাখী; চান্দিনা আলোঘরে ৩টি বিষয় : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, পরিবেশ সংরক্ষণের বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তেনে বাংলাদেশ ; ছেংগারচর আলোঘরে ২টি বিষয় : দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা, সভ্যতায় নারীর অধিকার অবদান; সোনারগাঁ আলোঘরে ৩টি বিষয় : বাংলাদেশর জাতীয় পতাকা; ধূমপানের কুফল; বইমেলা এবং বরকইট আলোঘরে ২টি বিষয় : বাংলাদেশের পশু ও পাখি, সুন্দরবন ইত্যাদি সর্বমোট ১৮টি আলোর আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।